সাতদিন

৭ জুন : রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ এনে দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর সাবেক সচিব এ এইচ এম নূরুল ইসলামসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে বিকল্প ধারার প্রার্থী মাহী বি. চৌধুরীর বিজয় সমাবেশে প্রতিপক্ষের হামলায় মাসুম (২২) নামে এক ব্যক্তি নিহত।

৮ জুন : বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপান।

রাঙ্গুনিয়ার দুর্ধর্ষ মঈন বাহিনীর প্রধান মঈনকে আটকের পর পুলিশ তার কাছ থেকে অত্যাধুনিক একে-৪৭ রাইফেলসহ গুলি উদ্ধার করেছে।

৯ জুন : পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজারে ছয়তলা একটি ভবন ধসে পড়লে ২০ জন নিহত এবং প্রায় ৩৫ ব্যক্তি আহত হয়।

রাজধানীতে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক পার্টির (এ) নেতা ও ঠিকাদার হেলাল উদ্দিনসহ তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে।

১০ জুন : আগামী অর্থবছরের জন্য ৫৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। এই বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।

১১ জুন : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সদ্য ঘোষিত বাজেটকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, এই বাজেটে গণমুখী নয় এতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন ঘটেনি।

১২ জুন : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার কার্যালয়ে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বই প্রদানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বই উপহার কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

রাজধানীতে মাত্র তিন ঘন্টার ব্যবধানে একজন ব্যবসায়ী এবং একজন ঠিকাদারকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা।

১৩ জুন : দেশের বৃহত্তম অস্ত্র চালান আটক ঘটনায় ৩৯ জনকে আসামি করে চার্জশিট প্রদান।

গ্রামমুখী বাজেটের নামে...

গ্রামমুখী বাজেট করার চেষ্টা করেছেন সাইফুর রহমান। কিন্তু কিভাবে এর বাস্তবায়ন হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই...

লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের কিছু আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। নিন্দুকেরা তো বটেই, আরো অনেকে এহেন কথা শুনে চটে উঠবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপরও কথাটা সত্যি। পাশাপাশি যদিও এটা সত্যি, কেউ বলবেন আরো বড় সত্যি, দু'জনের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অনেক অনেক বেশি, তবু সাদৃশ্যটুকু এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। প্রথম সাদৃশ্য হলো মনমোহন সিং যে সময়ে ভারতের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন, সেই সময়ে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন এম সাইফুর রহমান। সেটা ১৯৯১-৯৬ সময়কালের কথা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দুটো দেশের জন্য এই সময়কালটা বাণিজ্য উদারীকরণ ও অর্থনৈতিক সংস্কারের তাৎপর্যময় কালপর্ব। মনমোহনের হাত ধরে ভারত এগিয়ে গেছে উদারীকরণ ও সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্বায়নের সঙ্গে সম্পৃক্তির পথে। উদারীকরণের প্রধান বাধা হিসেবে পরিচিত আমদানি শুল্ক কাঠামোর সর্বোচ্চ হার পাঁচ বছরের মধ্যে ৩০০% থেকে কমিয়ে ৫০% করা হলো, শুল্কস্তর ১৭ থেকে কমে হলো ১২, রুপিকে করা হলো আংশিক বিনিময়যোগ্য (কনভার্টিবল), অনেকগুলো খাতকে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলো, বহুখাতে ভর্তুকি তুলে দেয়া হলো। অন্যদিকে বাংলাদেশে এ সময় যা ঘটল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : আমদানি শুল্ক কাঠামোর সর্বোচ্চ হার ৫০০% থেকে নেমে এলো ৫০%-এ, শুল্ক কাঠামোর স্তরের যৌক্তিক বিন্যাস হলো, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রবর্তিত হলো, টাকাকে সীমিত রূপান্তরযোগ্য করা হলো, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নেয়া হলো। আর এসবই হলো সাইফুর রহমানের হাত ধরে। এই প্রতিতুলনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নির্দেশিত সংস্কার ও উদারীকরণের পথে প্রায় একই সময়ে হাঁটতে শুরু করেছে বাংলাদেশ ও ভারত। পার্থক্য হলো, ভারতের এজন্য যে

একটি ভিত্তিভূমি ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, বাংলাদেশের ২০ বছরের কম সময়ে তা হতে পারেনি স্বাভাবিকভাবেই। ফলে মনমোহনের মতো সাইফুর রহমান সংস্কারপন্থী বা আরো জোর দিয়ে বললে 'সংস্কারকারী' হয়েছেন ঠিকই, তবে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। আর তাই সাইফুর রহমান যখন আগামী ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেট জাতীয় সংসদে গত ১০ জুন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে মোট ১০টি বাজেট পেশ করার এক বিরল রেকর্ড স্থাপন করলেন, তখন একদা তাঁর প্রতিবেশী দেশের 'কাউন্টারপার্ট' আরো অনেক বড় দায়িত্বভার নিয়েছেন।

তো, নতুন অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট কেমন হলো? সোজা কথায় উত্তর দেয়া যে সম্ভব নয়, বা সঠিক উত্তর দেয়া যে সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য। তবে, এই বাজেটে একজন 'পরিবর্তিত' সাইফুর রহমানের ছায়া দেখা যায়। যে সাইফুর রহমান মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে অর্থনৈতিক সংস্কারকে সবচে' প্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করেন এবং যন্ত্রণাদায়ক সংস্কারমুখী কাজ করতে পছন্দ করেন তিনি যেন এবার একটু ভিন্ন পথ ধরলেন। ২০০১ সালে আবার অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর দাতাগোষ্ঠীর চাপে তিনি বাজারমুখী সংস্কার করতে গিয়ে আদমজী পাট কল বন্ধ করে দিলেন, চার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারিকরণের জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন, শিল্প-বাণিজ্যে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে ব্যাংকের ও সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমিয়ে দিলেন, বাজারে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে

সাইফুর রহমান মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে অর্থনৈতিক সংস্কারকে সবচে' প্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করেন এবং যন্ত্রণাদায়ক সংস্কারমুখী কাজ করতে পছন্দ করেন তিনি যেন এবার একটু ভিন্ন পথ ধরলেন। ২০০১ সালে আবার অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর দাতাগোষ্ঠীর চাপে তিনি বাজারমুখী সংস্কার করতে গিয়ে আদমজী পাট কল বন্ধ করে দিলেন...

বাজেট অর্থনীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারবে না

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান জাতীয় সংসদে দশমবারের মতো বাজেট উপস্থাপন করলেন। কিন্তু অন্যান্যবারের চাইতে এবার তার উপস্থাপনা কিছুটা হলেও ভিন্নধর্মী। অন্যবার বাজেট উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি সরাসরি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফকে খুশি করতে তাদের সংস্কার কর্মসূচি কত সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেই বক্তব্য দিয়ে শুরু করতেন। সমস্ত বাজেট বক্তৃতাপূর্ণ থাকতো ঐ দাতাসংস্থাসমূহের কর্তাব্যক্তিদের উদ্ধৃতিতে। এবার তিনি একবারও ব্যাংক ফান্ডের নাম উচ্চারণ করেননি। বরং বলেছেন সংস্কার হতে হবে মানবমুখী, জনকল্যাণের জন্য। অবশ্য তার বাজেট কৌশল, শুল্কহার নির্ধারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐ ব্যাংক-ফান্ডের নির্দেশনাকে তিনি সঠিকভাবেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সেই বাজেটকে তিনি উপস্থাপন করেছেন দরিদ্র বান্ধব, গ্রাম বান্ধব হিসেবে। সমালোচকদের অবশ্য বক্তব্য, এই বাজেট বক্তৃতা তার বিশ্বাস-প্রসূত বিষয় নয়, ভারতের নির্বাচনের ফলাফলের অভিজ্ঞতা তাকে ও তার সহকর্মীদের বাধ্য করেছে এই অ্যাপ্রোচ নিতে। ভারতের অর্থনীতির উদারীকরণের ফলাফল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে সে দেশের গরিব মানুষ, গ্রামের মানুষ উল্টে দিয়েছে। বাংলাদেশেও সাইফুর রহমানদের অর্থনৈতিক নীতি ধনী-দরিদ্র এবং গ্রাম-শহরের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে তাতে বিক্ষুব্ধ মানুষ জোট সরকারের তখ্তে ডাউস যে উল্টে দিতে পারে সেই আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে এ দেশের শাসকদের মনেও। বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান তার সাম্প্রতিক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, যারাই ব্যাংক-ফান্ডের আশির দশকের নীতি নিয়ে তাকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছে তাদেরই এই পরিণতি হয়েছে। বাংলাদেশে সাইফুর রহমান বা শাহ এএমএস কিবরিয়া যে যেই নীতিই অনুসরণ করুক তাকেও একই পরিণতি বরণ করতে হবে।

সাইফুর রহমান সাহেব ও তার সহকর্মীরা এটা কিছুটা হলেও বুঝেছেন বলেই এবারের বাজেটে গরিব মানুষ ও গ্রামের মানুষের কথা বেশি করে এসেছে। অবশ্য বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে সাইফুর রহমান বলেছেন, তিনি সব সময়ই গ্রামমুখী ছিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন তাকে নিয়ে গ্রামের পথে ঘুরেছেন তখন থেকেই। আর দারিদ্র্য নিরসনের যে Millennium Development Goal বাজেটেরও লক্ষ্য সেটাও জিয়াউর রহমানের ঐ চিন্তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। সাইফুর রহমান তার বাজেট বক্তৃতায় কিছুটা দাবি করেই বলেছেন, Millennium Development Goal-এ জিয়াউর রহমানের চিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

অবশ্য বাজেট উপস্থাপনায় এ ধরনের ব্যতিক্রম থাকলেও বাজেট ব্যবস্থাপনা ও কৌশলে সেই পুরনো নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে। চলতি বাজেটের সাইজ যেখানে ৫১,৯৮০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৪৯,৩৬৭ কোটি টাকায় আনা হয়েছে, সেখানে প্রস্তাবিত বাজেটের সাইজ ধরা হয়েছে ৫৭,২৪৮ কোটি টাকার। রাজস্বপ্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। চলতি বাজেটে রাজস্বপ্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৬,১৭১ কোটি টাকা, সংশোধিত বাজেটে তা নামিয়ে আনা হয়েছে ৩৫,৪০০ কোটি টাকায়। যেখানে প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্বপ্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪১,৩০০ কোটি টাকা যা বর্তমান বছরের তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ বেশি। অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন যে, নতুন কোনো কর আরোপ না করেই কেবল কর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কর সমন্বয় সাধন করে এই লক্ষ্য অর্জিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি নিজেই এটাকে চ্যালেঞ্জিং বলেছেন। নিজেই নিজেকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রেও চলতি বাজেটের আকার সেখানে ২০,৩০০ কোটি টাকা থেকে ১৯০০০ কোটি টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে প্রস্তাবিত বাজেটে ওই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ধরা হয়েছে ২২,০০০ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৬ শতাংশ বেশি । অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ৫৫.৫ ভাগ নিজেদের সম্পদ থেকে যোগান দেয়া হবে এবং ৪৪.৫ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য থেকে পাওয়া যাবে। চলতি বছর যেখানে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, সেখানে প্রস্তাবিত বাজেটে দাঁড়াবে ৪২ শতাংশ।

প্রস্তাবিত বাজেটে এর নীতি ও কৌশলের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রস্তাবিত বাজেটে ঐ লক্ষ্যে যে মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা বলা হয়েছে তাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি বর্তমান ৫.৫২ শতাংশ থেকে ২০০৪-০৫ সালে ৬ শতাংশ ও ২০০৭-০৮ সালে ৭ শতাংশে উন্নীত হবে। রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত বর্তমান ১০.৫ শতাংশ থেকে ২০০৭-০৮ সালে ১২ শতাংশে উন্নীত হবে; সরকারি ব্যয়/জিডিপি অনুপাত বর্তমানের ১৪.৫ ভাগ থেকে ২০০৭-০৮ সাল নাগাদ ১৬.২ শতাংশে দাঁড়াবে; বাজেট ঘাটতি ৪.২ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে ও মূল্যস্ফীতি ৪.৫ শতাংশের মধ্যে রাখা

না এই মতাদর্শের আলোকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম নিয়ন্ত্রণের কার্যকর কোনো চেষ্টা না করে সাধারণ ও সীমিত আয়ের মানুষকে ভোগান্তির মধ্যেই রাখলেন। তিনিই এবার কৃষিমুখী গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়লেন, কৃষিখাতে প্রত্যক্ষ ভর্তুকি আগের অর্থবছরের চেয়ে দ্বিগুণ করে ৬০০ কোটি টাকায় নিয়ে গেলেন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি ও বরাদ্দ বাড়ালেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র পে-কমিশন করা, চিকিৎসা ভাতা বাড়ানো ও অবসরভোগীদের উৎসব ভাতা প্রদানের কথা বললেন, করমুক্ত আয়ের সীমা ৯০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা করলেন। এই যে আপাত গতিপথ পরিবর্তন, তা ঠিক কোন হিসেবে করেছেন, সেটা সুনির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও একাধিক হিসাব-নিকাশ যে তাঁকে করতে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে কৃষির প্রতি বাজেটীয় ইতিবাচক দিক ঠিক যেন পুরোপুরি মেলে না এই হিসাবে যে কৃষির প্রতি সাইফুরের বা বিএনপির কখনোই যথেষ্ট প্রসন্ন দৃষ্টি ছিল না। ১৯৯১-৯৬ সময়কালে গড়ে কৃষি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৫% যেখানে তার আগের পাঁচ বছর এই হার ছিল ২.৪%। আবার ২০০১-০৪ সময়কালে কৃষি প্রবৃদ্ধির গড় হার মাত্র ২.২% যেখানে তার আগের মানে ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে গড়ে কৃষি প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৫%। একইভাবে দাতাদের চাপে যে অর্থমন্ত্রী আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া চিন্তা না করেই এবং বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না রেখেই লোকসানি প্রতিষ্ঠান এই অজুহাতে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহের সংস্থান বন্ধ করে দিতে পারেন, তিনিই আবার কৃষিখাতে ভর্তুকি বাড়াচ্ছেন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ সামান্য হলেও বাড়াচ্ছেন এসব ঠিক যেন মেলে না। কৃষিজাত পণ্য, শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ২৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আবার রবিশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের প্রয়োজনীয়

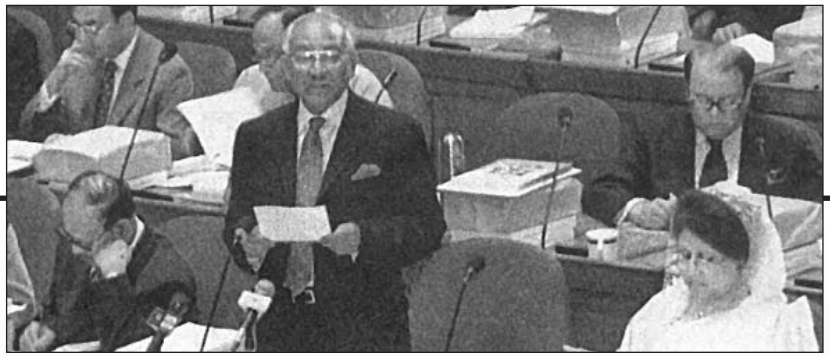

হবে এবং বাজেটে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য ব্যয় প্রতি বছরে গড়ে জিডিপি'র কমপক্ষে এক শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা হবে।

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ অর্থমন্ত্রীর দারিদ্র্য নিরসন লক্ষ্যের সঙ্গে একমত হলেও ঐ লক্ষ্য কিভাবে অর্জিত হবে সেটা বাজেটে কোথাও উল্লেখ নেই বলে অভিযোগ করেছেন। বিশেষ করে কর্মসংস্থান কিভাবে সৃষ্টি হবে তাও উল্লেখ করা হয়নি বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

অর্থনীতিবিদগণ বরং দাবি করেছেন যে, বিশ্বব্যাংকের নির্দেশে আমদানি শুল্ক হার তিন স্তরে নির্ধারিত করায় দেশীয় শিল্প পরিপূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত হবে। নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে না। পক্ষান্তরে এমএফএ উঠে যাওয়ায় পোশাক শিল্পে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তার ফলে যে কর্মসংকোচন সৃষ্টি হবে সে নিয়েও বাজেটে কোনো উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়নি। যেটা করা হয়েছে তাহলো এই কর্মসংকোচনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা। আর এই অর্থ যে কর্মচ্যুত শ্রমিকেদের কাছে যাবে না তার প্রমাণ পাওয়া যায় পোশাক শিল্পের সংকট মোকাবেলার জন্য গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় সমন্বয় কাউন্সিলে কোনো শ্রমিক প্রতিনিধি না রাখার ঘটনায়। বস্তুত এবারের বাজেটে শিল্প খাতকে বিশেষভাবে অবহেলা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কৃষি ক্ষেত্রে যে বর্ধিত নজর দেয়ার কথা বলা হয়েছে তা কোনোক্রমেই যথেষ্ট নয়। অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে যে ১৭৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে তা সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৮৭৬ কোটি টাকা বেশি। আগামী অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং সেচ কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় দাবি করেছেন, কৃষি ঋণের সুদের হার ৮%-এ হ্রাস করা হয়েছে এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ ৫,০০০ টাকার কৃষি ঋণ মওকুফ ও দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেচকাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎসহ কৃষিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের ১৫ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে, কৃষিপণ্য রপ্তানি সহায়তা ২৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।

কিন্তু কৃষকদের অভিযোগ, গ্রামাঞ্চল থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের শাখা তুলে নেয়ায় তারা ঋণ পায়নি। ঋণ মওকুফের সুবিধা থেকে সমবায়ীরা বাদ পড়ে গেছে। অথচ এ ক্ষেত্রেই সংগঠিত ঋণ প্রদান ও আদায় হয়ে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের সরবরাহ নিয়মিত তো নয়ই, বরং পল্লী বিদ্যুতের চার্জ বৃদ্ধি কৃষককে সংকটে ফেলেছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে দেয়া সুবিধার ক্ষেত্রে একই বিষয় বিদ্যমান রাখায় বাজেটের গ্রামমুখিতা গ্রামের মানুষের জন্য কোনো অর্থ বহন করবে না।

অর্থমন্ত্রী সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বহাল রেখেছেন, কিছু সুবিধা বৃদ্ধিও করেছেন। কিন্তু এনজিও কর্মকান্ডের ব্যাপারে জোট সরকারের নেতিবাচক মনোভাব সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচিকে কার্যত অচল করে দিচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান তার বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করা না গেলে প্রস্তাবিত বাজেটসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাবে না। অথচ বাজেটে সেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধান সম্পর্কে সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং নিয়েছে তার কোনো উল্লেখ নেই। আইনশৃঙ্খলার বিষয়টাকে সাধারণভাবে পুলিশ বাজেট বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অপরদিকে দুর্নীতির যে বাধা সমস্ত অর্থনীতিকে পেছনে টেনে রেখেছে সে সম্পর্কেও বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রীর কোনো উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে স্বাধীন দুর্নীতি তদন্ত কমিশনের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখাই যথেষ্ট মনে করেছেন অর্থমন্ত্রী।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীর খড়্গ পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপরই। আয়করের ক্ষেত্রে বড় লোকেরা ছাড় পেয়েছে, ছাড় পেয়েছে কোম্পানিগুলো। সাধারণ মানুষকে বেশি আয়কর দিতে হচ্ছে। পরোক্ষ করের বোঝাও বেড়েছে। ভ্যাটের ক্ষেত্র কেবল সম্প্রসারিতই হয়নি, খুঁজে খুঁজে গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যবহৃত জিনিসের ওপরই ভ্যাট চাপানো হয়েছে। ভ্যাটের এই সম্প্রসারণ নতুন কর আরোপের শামিল। অথচ অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, নতুন কোনো কর তিনি বসাননি।

এবারের বাজেটকে তাই বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রতারণাপূর্ণ ও শঠতার পরিচায়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ভাষায় যাই বলা হোক না কেন, অর্থনীতিবিদরা এই বাজেটের মধ্যে অর্থমন্ত্রীর স্ববিরোধী আচরণ লক্ষ্য করেছেন। একদিকে তিনি ব্যাংক-ফান্ডকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে ভোটারদের মন খুশি রাখতে চেয়েছেন। এই বাজেটের ফলে অর্থনীতিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে কি না সেই প্রশ্ন তুলেছেন তারা। আর তা না হলে বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়েই বাজেটের মুখ থুবড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সহায়তা দেয়ার কথাও অর্থমন্ত্রী বলেছেন। নতুন বাজেটে মঙ্গাকালীন দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় প্রকল্প নেওয়ার জন্য ৪৭৫ কোটি টাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এসব পদক্ষেপের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে তেমনটা বলাও কঠিন। তবে বাস্তবতা হলো, সাইফুর রহমান এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ও সুস্পষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা রাখেননি। কৃষি ভর্তুকির টাকা কৃষকের হাতে কিভাবে যাবে, তার কোনোরকম উল্লেখ না থাকায় এমন আশঙ্কা হওয়াটাই স্বাভাবিক যে টাউট, বাটপার আর মধ্যস্বত্বভোগীরা বেশিরভাগ অংশই লুটেপুটে খাবে। ফলে বাজেটের অন্যতম চ্যালেঞ্জ কৃষিখাত তথা গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পদক্ষেপ শুরুতেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের মোট আয়তন ৫৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা। এর মানে হলো অর্থমন্ত্রী এই বড় অঙ্কের অর্থ আগামী অর্থবছরে খরচ করতে চান। এর মধ্যে উন্নয়ন ব্যয় বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে ২২ হাজার কোটি টাকা এবং অনুন্নয়ন বা রাজস্ব ব্যয় ৩০ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা। বাকি অর্থ ব্যয় হবে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও এডিপিবহির্ভূত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে। এখন টাকা ব্যয় করতে চাইলেই তো হবে না, সঠিকভাবে ব্যয় করতে হবে। বাস্তবায়ন করতে না পারায় চলতি অর্থবছরের এডিপি ২২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ১৯ হাজার কোটি টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে, চলতি বাজেট তিনি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেননি। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও রাজস্ব আদায় করতে না পারার কিছু ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। তবে বাস্তবায়নের অক্ষমতার কোনো সমাধান না দিয়েই তিনি নতুন বাজেটেও আরো বেশি ব্যয়ের কথা বলেছেন। আর তাই এই ব্যয়ের বিপরীতে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ৩৩ হাজার ৬৪০ কোটি টাকা। এর মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৯ শতাংশ করার একটি পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এটি একটি 'চ্যালেঞ্জিং' লক্ষ্যমাত্রা। তবে তাঁর প্রত্যাশা, কর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং শুল্ক ও করহারের পুনর্বিন্যাসের ফলে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। বাস্তবতা হলো, কখনোই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। ফলে, মূল লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে সংশোধন করতে হয়। চলতি অর্থ বছরের বাজেটেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৬ হাজার ১৭১ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৩৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। তারপরও তিনি ভ্যাট ও আয়করের আওতা বাড়িয়েছেন। নতুন ৩ লাখ আয়করদাতা চিহ্নিত করার কথা তিনি বলেছেন। সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানির শিকার না হয় সে কারণে কর ন্যায়পাল গঠনের কথাও বলেছেন। ভ্যাট খাতে বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

বাজেট উপস্থাপন করে অর্থমন্ত্রী দারিদ্র্য নিরসন সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকেই তার বাজেটের লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি এও বলেছেন, অর্থনীতির মৌল ভিত্তি যতই সুদৃঢ় হোক না কেন, অর্থনীতিবহির্ভূত পরিবেশ যেমন আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন ও সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হবে

বাজেটীয় পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করলে কিন্ত এক ধরনের বৈষম্য ও বিভ্রান্তি ধরা পড়ে। আমদানি শুল্ক কাঠামো চার স্তর থেকে কমিয়ে তিন স্তরে নিয়ে আসা এবং সর্বোচ্চ শুল্ক হার প্রচলিত ৩০% থেকে কমিয়ে ২৫% প্রস্তাব করার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট যে সাইফুর রহমান বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ-কে খুব বেশি নাখোশ করতে চান না। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে দেশীয় বিকাশমান ও আমদানি বিকল্প শিল্পের বারোটা বাজানোর ব্যবস্থা করার পেছনে কি মহৎ যুক্তি থাকতে পারে তা তিনিই জানেন। তৈরি পোশাক শিল্পের উদ্বেগ এ বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি, যেমন হয়নি বস্ত্র বা অন্যান্য সম্ভাব্য শিল্পের জন্য কোনো নতুন বিবেচনা। কৃষিতে জোর দিতে গেলে শিল্পকে উপেক্ষা করতে হবে, এমন মতবাদে সাইফুর রহমান বিশ্বাসী হলেন কি না, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। মজার বিষয় হলো, শিল্পায়নের জন্য অর্থমন্ত্রী কেবল ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধির কথাই বলেছেন। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, চট্টগ্রাম স্টিল মিলের জমিতে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও আদমজী মিল এলাকায় শিল্পাঞ্চল গঠিত হলে ৯ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। শিল্পায়ন বাজেটে তেমন স্থান না পেলেও যারা ছাঁটাই হবেন তাদের জন্য অর্থমন্ত্রী ৫০ কোটি টাকার দুটি পৃথক তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন।

সাইফুর রহমান রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্য ভ্যাটের আওতা সম্প্রসারণ করেছেন। কিন্তু গতবার ডাক্তার ও আইনজীবীদের তীব্র আপত্তির কারণে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আর ভ্যাটের আওতায় আনতে পারেননি। এবার আর সেরকম কোনো চেষ্টাই করেননি। তাহলে কি বিষয়টি এরকম নয় যে সমাজের প্রভাবশালী অংশ নিজেদের স্বার্থে সরকার তথা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে পারে? চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-কলেজের শিক্ষকসহ অন্যান্য পেশাজীবীরা প্রত্যক্ষ করের আওতায় কেন আসবে না, সে প্রশ্নেরও কোনো জবাব মেলেনি এই বাজেট থেকে।

বাজেট উপস্থাপন করে অর্থমন্ত্রী দারিদ্র্য নিরসন সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকেই তার বাজেটের লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি এও বলেছেন, অর্থনীতির মৌল ভিত্তি যতই সুদৃঢ় হোক না কেন, অর্থনীতিবহির্ভূত পরিবেশ যেমন আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন ও সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হবে। আর তাই চরম বিপর্যস্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে পুলিশের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বলা

হয়েছে বাজেটে। কিন্তু টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বাড়লেই কী সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? পুলিশ প্রশাসন ও কাঠামোকে সংস্কার করা না হলে, পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক প্রশিক্ষণ না দিলে এবং পুলিশের আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না দিলে এসব টাকা একদিকে যেমন অপচয় বাড়াবে, অন্যদিকে বাড়াবে দুর্নীতি। পুলিশকে যে সুপরিকল্পিতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ করে দেয়া হচ্ছে এই বাস্তবতা অর্থমন্ত্রী উপলব্ধি করতে পারেন না এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

অর্থমন্ত্রী কর সংগ্রহের জন্য রিয়েল এস্টেট ব্যবসাকে একদিকে ভ্যাটের আওতায় এনেছেন, অন্যদিকে উৎসে আয়কর ৫% থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে ১০% করেছেন। এর মানেই হলো, অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট বাড়ির দাম বেড়ে যাবে। এবং তা বেড়ে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাবে। সম্প্রতিকালে মধ্যবিত্ত লোকজনও ধারকর্জ করে এবং নিজের জমানো টাকা দিয়ে একটি স্বল্প ও মধ্যায়তনের অ্যাপার্টমেন্ট কেনার চেষ্টা করছিলেন। ডেভেলপরারও মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের দিকে নজর দেয়া আরম্ভ করছিল। এভাবে হঠাৎ কর হার বাড়িয়ে মধ্যবিত্তদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাওয়ার এই চেষ্টা কি এজন্য যে অর্থমন্ত্রী চান না সীমিত আয়ের লোকেরও একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট থাকুক! অর্থমন্ত্রী অবশ্য গাড়ির ওপর শুল্ক বাড়িয়ে বোঝাতে চাইছেন যে উচ্চ আয়ের লোকদের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে।

বলা হচ্ছে যে, এটি একটি আগাম সতর্কতামূলক বাজেট যেখানে আগামী দু'বছরের মাথায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে মাথায় রাখা হয়েছে। এও বলা হচ্ছে যে, ভারতের নির্বাচনী ফলাফল সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ফলে সরকার এখন শহরমুখী প্রবণতা থেকে সরে এসে গ্রামমুখী হতে চাইছে। অর্থমন্ত্রী এসব দাবি নাকচ করে দিয়ে বলেছেন যে, নির্বাচনকে মাথায় রেখে এই বাজেট করা হয়নি

অর্থমন্ত্রী বাজেটের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনো নীতি নির্দেশনা দেননি। এমন নয় যে সরকারকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দিতে হবে। মূল বিষয়টি হলো, অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সহযোগিতা করা যেন বেসরকারিখাত তা করতে পারে। শিল্প উপেক্ষিত হলে সেটা কি আর সম্ভব? সাইফুর বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য ব্যাংক সুদ কমিয়েছেন, অথচ বাজেটে শিল্পখাতকে সঠিকভাবে উৎসাহিত করছেন না– এমন দ্বিমুখী নীতি নিয়ে বেশিদূর চলা যায় না তাতো সবাই জানে। কর্মসংস্থানের জন্য বাজেটে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিকে। তাঁর বিশ্বাস, এর ফলে গ্রামাঞ্চলে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি পাবে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বাস্তবতা হলো, এতে বেকারত্ব তেমন কমবে না, দারিদ্র্যও নয়।

এবারের বাজেট পর্যালোচনা করলে ঘুরে ফিরে কয়েকটি কথা বারবার চলে আসছে। বলা হচ্ছে যে, এটি একটি আগাম সতর্কতামূলক বাজেট যেখানে আগামী দু'বছরের মাথায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে মাথায় রাখা হয়েছে। এও বলা হচ্ছে যে, ভারতের নির্বাচনী ফলাফল সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ফলে সরকার এখন শহরমুখী প্রবণতা থেকে সরে এসে গ্রামমুখী হতে চাইছে। অর্থমন্ত্রী এসব দাবি নাকচ করে দিয়ে বলেছেন যে, নির্বাচনকে মাথায় রেখে এই বাজেট করা হয়নি। আমরা মনে করি, তাঁর বলা উচিত ছিল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের প্রতিটি বাজেটই নির্বাচনী বাজেট। নাকি তিনি মনে করেন তাঁর বাজেটগুলোয় আসলে জনগণের প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয় না, ফলে ভোটের আগে আলাদা বাজেট করতে হয়?

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

'কুমকুম'কে : জানি না আপনি কে বা কেমন। তবে নিশ্চয়ই আমাকেও চেনা বা জানার কথা নয়। বিশেষ করে আপনার লেখাটা আমার মনকে প্রচন্ডভাবে আকর্ষণ করেছে। তাই আপনার সব দুঃখ ভাগ করে নিতে আপনার দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দিলাম। জানা নাই, আপনার হাতখানা বন্ধুত্ব রূপে আমার দিকে প্রসারিত করবেন কি না। তবুও দোয়া করি, রাতের আকাশের শীতের মোলায়েম জ্যোৎস্নার ন্যায় জাগ্রত হোক আপনার জীবনের সব আশার আলো। এই প্রত্যাশায়- এম, সানজিদুল (সামি), প্রযত্নে : খোকন দাস, ইত্যাদি স্টোর, ডাকঘর- ইউনুছ নগর, (৪৩৩৮) হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
***
প্রেমা, আমি তোমাকে আদর্শবান বান্ধবী হিসেবে চাই। তোমার জীবন চলার পথে যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে, তাহলে সেই দুঃখকষ্টের ভাগ আমাকে দিও। হয়তো তোমাকে চমৎকার বান্ধবী হিসেবে পাব বলে এতোদিন আমি অপেক্ষায় ছিলাম। প্রেমা, আমার মনে হয় কি জান? পৃথিবীতে আসার আগে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে আমরা পরস্পর স্মরণ রাখতে পারিনি। তারপর আজ আবার তোমার সন্ধান পেলাম। এটা সত্যি আমার সৌভাগ্য। তাই আজ আমার নয়ন হোক অশ্রুপূর্ণ। কারণ দীর্ঘকাল উহাতে তোমার দেখা মেলে নাই। -S. K শাকিল, প্রযত্নে : শারমিন স্টোর, ডাকঘর- মহামায়া বাজার, চাঁদপুর
***
একজন মানুষ হিসেবে খুব বেশি চাই না, চাই শুধু কারো হাতে হাত রেখে একটা জীবন পাড়ি দিতে। চাই, কেউ আমার প্রতীক্ষায় থাকবে। ২০ উর্ধ্ব কোনো রমণীর প্রতি শুভেচ্ছাসহ আমন্ত্রণ রইলো। -শাহরিয়ার মাসুদ, ফোন : ৭১৭৫৩৬৬ (রাত ৮টার পরে)
***
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত রুচিশীল ও সুন্দর মনের মেয়েদেরকে বন্ধুত্বের প্রত্যাশায় লেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। -Murad Ahmed, 9 Stokes close, Bishops Cannings, Devizes, Wiltshire SN10 2RS, United Kingdom.
***
বিদেশী/বাংলাদেশী সর্বস্তরের মেয়েদের মিতালীতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিবাহিতা/অবিবাহিতা সবাই এক কপি ছবিসহ, বাংলায় কিংবা ইংরেজিতে নিঃসঙ্কোচে লিখতে পারেন। উত্তরের নিশ্চয়তা ১০০%। ১ম, ২য় ও ৩য় লেখিকারা পাবেন একটি করে মূল্যবান উপহার। -Jafar, post Box-7358, Dammam-31411, Saudi Arabia, E-mail : Zashilpi@yahoo.com

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¨v‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসি সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে ১০০% সুস্বাদু মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে ওজন মেপে মাংস দেয়া হবে।
যোগাযোগ করুন :
ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১,
০১৭১৩৮৭৩৫৪,
০১৭১৯০৭৪৭৪